পলাশির যুদ্ধ।

[কাব্য]

1/22

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন প্রণীত।

কলিকাতা।

নূতন ভারত যন্ত্রে

শ্রীরামনৃসিংহ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা

মুদ্রিত।

১২৮২

মূল্য ১।০ টাকা মাত্র।

দয়ার সা[illegible]র।

পূজ্যতম পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

দেব!

যে যুবক দুঃখের সময়ে অশ্রুজলে একদিন আপনার চরণ অভিষিক্ত করিয়াছিল, আজি সেই যুবক আবার আপনার শ্রীচরণে উপস্থিত হইল; কিন্তু আপনার আশীর্ব্বাদে ততোধি[illegible] আপনার অনুগ্রহে, আজি তাহার বদন প্রসন্ন, হৃদয় আ[illegible] পরিপূর্ণ! আপনার দয়াসাগরের বিন্দুমাত্র সিঞ্চনে দরিদ্র[illegible] দাবানল হইতে যেই মানস-কানন রক্ষা পাইয়াছিল, আ[illegible] সেই কাননপ্রসূত একটী ক্ষুদ্র কুসুম আপনার চরণে উৎস[illegible]কৃত হইল,—এই কারণ তাহার এত আনন্দ! বঙ্গকবিরত্নগণ স্বীয় মানস-উদ্যানজাত যে চিরসুবাসিত কুসুমরাশির দ্বারা আপনার ভারতপূজ্য পবিত্র নাম পূজা করিয়াছেন, আমি তদ্রূপ পবিত্র, পরিমলবিশিষ্ট কুসুম কোথায় পাইব? আমার হৃদয়—কানন; আমার উপহার—বনফুল। কিন্তু মহর্ষিগণ পারিজাত কুসুমে যেই দেবপদ অর্চ্চনা করেন, দরিদ্র ভক্তের ক্ষুদ্র অপরাজিতাও সেই পদে সমাদরে গৃহীত হইয়া থাকে আমার এই মাত্র সাহস,—এই মাত্র ভরসা।

সন ১২৮২ সাল,
১লা বৈশাখ।

আপনার চিরানুগত।
শ্রীনবীনচন্দ্র সেন।

অশুদ্ধ সংশোধন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪	৬	গগণ	গগন
৬	৫	সেই	যেই
৮	৯	সুস্নিগ্ধ নয়ণ	সুস্নিগ্ধ নয়নে,
৮	১৭	ধরাতলে	ধরাতল
১০	১৩	বর্ণনা	বলনা
১৩	৬	ঘটায়	ঘটাব
১৪	৪	নিজ পথ	নিজ নিজ পথ।
১৭	১০	কারে ;	কাযে ;
১৯	৩	পল্ল-বশূন্য	পল্লব-শূন্য
২০	১৬	বেষ্টন	বেষ্টন।
২২	৫	প্রদর্শক।	প্রদর্শক—
২৪	৫	সভাস্থল, নৃপতিসদন ;	সভাস্থল ; নৃপতিসদন
,,	১৬	আর্য্যসুতদল	আর্য্য-সুত-বল
২৫	১৫	নিরখিয়া বাল্মীকির ব্যাধমুক্তবানে।	ব্যাধকবি বাল্মীকির ব্যাধবিদ্ধ বাণে
২৯	১৮	জানিনে	জানিলে
৩১	৭	পুড়াবে	পোড়াবে
৩২	১	তারাগণ	তারাগণে
৩৫	১	অন্য তবে—	অন্যতরে—

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪৭	১৮	সত্বরে।	সত্বর।
৫৫	১৫	পঞ্চশত	পঞ্চাশত
৬১	১৫	পুত্র	ছত্র
৬৩	১৬	তদুপর—	তদুপরে—
৭৫	১৬	কি	কে
৮১	১৪	তরে	তার
৮৫	৩	করি	হরি
৯১	১৬	ওকি ?—কক্ষে পদশব্দ করিয়া শ্রবণ।”	ওকি !”—কক্ষে পদশব্দ করিয়া শ্রবণ।
৯১	১৭	“ভাবিল—	ভাবিল——
৯৭	৮	করিল	করিলি
১০০	৩	সোরিকা	সারিকা
১০৭	১৩	তোমার !	আমার !
”	১৭	সেই	যেই
১০৯	৫	আহা—ডাকি	আহা ! ডাকি
১১০	৩	তালে	তানে
”	৪	তাল	তান
”	৬	প্রিয়তমে মেস্কেলিন্ ! জনমের মত !	“প্রিয়তমে মেস্কেলিন্ !—জনমের মত !”
১১১	৪	দুঃখভাবে	দুঃখভরে
১২২	৭	কলঙ্ক	কলঙ্কে
১২৫	৪	তর্পণ ?	তর্পণ।”
১২৬	৮	দাড়াল	দাঁড়াল,

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৪১	১৭	যুদ্ধে	যুদ্ধ
৪৪৪	১	আমোদমোহিনী	আমোদ মোহিনী,—
"	১২	চোষাট্টি	চৌষট্টি
১৩৬	২	এতদিন	এতদিনে
১৪৫	২—	আবৃত বদন ;	আবৃত বদন—
,,	৩	(দীর্ঘ কারাবাস হেতু)	(দীর্ঘকারাবাস হেতু) ;
১৪৮	১০	জলবর	জনরব
১৪৭	৮	বল ;	বলে ;
,,	১৪	জলস্রাব	জনস্রোত
১৫২	৬	অন্ধকারে	"অন্ধকারে
১৫৫	১৭	মর্জ্জিত	মার্জ্জিত
১৫৬	১৬	একমনা	একামনা
১৬৩	৭	রে পাপিষ্ঠ	"রে পাপিষ্ঠ
১৬৪	১	খুলিল	দ্রবিল
"	৫	মনে	মন—

—•••—

পলাশির যুদ্ধ।

প্রথম সর্গ।

মুরসিদাবাদ—জগৎসেঠের মন্ত্রভবন।

১

দ্বিতীয়-প্রহর নিশি, নীরব অবনী,
নিবিড়-জলদাবৃত গগন-মণ্ডল ;
বিদারি আকাশতল,—যেন দুষ্ট ফণী—
খেলিতেছে থেকে থেকে বিজলী চঞ্চল ;
দেখিতে বঙ্গের দশা সুর-বালাগণ,
গগন-গবাক্ষ যেন চকিতে খুলিয়া,
অমনি সিরাজ-ভয়ে করিতে বন্ধন,
চমকিছে রূপজ্যোতিঃ নয়ন ধাধিয়া ;
মুহূর্ত্তেক হাসাইয়া গগন-প্রাঙ্গন,
সভয়ে চপলা মেঘে পশিছে তখন।

২

যবনের অত্যাচার করি দরশন,
বিমল হৃদয় পাছে হয় কলুষিত ,
ভয়েতে নক্ষত্র-মালা লুকায়ে বদন,
নীরবে ভাবিছে মেঘে হয়ে আচ্ছাদিত।
প্রজার রোদন, রাজ-আমোদেরধ্বনি,
করিয়াছে যামিনীর বধির শ্রবণ ;
গগন পরশে পাছে ভাসায়ে ধরণী,
এই ভয়ে ঘনঘটা গর্জ্জে ঘন ঘন।
গম্ভীর ঘর্ঘর শব্দে কাঁপিছে অবনী,
দ্বিগুণ ভীষণতরা হতেছে যামিনী।

৩

নীরদ-নির্ম্মিত-নীল-চন্দ্রাতপ-তলে
দাড়াইয়া তরুরাজি,—স্থির অবিচল,
প্রস্তরে নির্ম্মিত যেন! জাহ্নবীর জলে
একটী হিল্লোল নাহি করে টল মল ;
নাবহে সময়-স্রোত, জাহ্ণবীর জল ;
প্রকৃতি অচল ভাবে আছে দাঁড়াইয়া ;
অস্পন্দ অন্তরে যেন স্তব্ধ ধরাতল,
শুনিছে কি মেঘমন্ত্রে ঘন গরজিয়া

বিজ্ঞাপিছে বিধাতার ক্রোধ ভয়ঙ্কর,
কাঁপাইয়া অত্যাচারী পাপীর অন্তর।

৪

ভয়ানক অন্ধকারে ব্যাপ্ত দিগন্তর
তিমিরে অনন্যকায় শূন্য ধরাতল,
বিনাশিয়া একেবারে বিশ্বচরাচর;
অবিবাদে অন্ধকার বিরাজে কেবল;
কত বিভীষিকা মূর্ত্তি হয় দরশন;
সমাধি করিয়া যেন বদন ব্যাদান
নির্গত করেছে শব বিকট-দশন,
বারেক খুলিলে নেত্র ভয়ে কাঁপে প্রাণ,
ধরা যেন বোধ হয় প্রকাণ্ড শ্মশান;
নাচিছে ডাকিনী করে উলঙ্গ কৃপাণ।

৫

ধরিয়া বঙ্গের গলা কাল-নিশীথিনী,
নীরবে নবাব-ভয়ে করিছে রোদন;
নীরবে কাঁদিছে আহা! বঙ্গ বিষাদিনী,
নীহার নয়নজলে ভিতেছে বসন।
নীরব ঝিল্লির রব; স্তব্ধ সমীরণ;
মাতৃবুকে শিশুগণ, দম্পতী শয্যায়,

পতি প্রাণভয়ে, সতী সতীত্বকারণ,
ভাবিছে অনন্যমনে কি হবে উপায় ;
বিরামদায়িনী নিদ্রা ছাড়ি বঙ্গালয়
কোথায় গিয়াছে, ডরি নবাব নিদয়।

৬

যেই মুরসিদাবাদ সমস্ত শর্ব্বরী,
শোভিত আলোকে, যথা শারদ গগন।
খচিত নক্ষত্র-হারে, রজনী সুন্দরী
হাসিত কুসুমদামে রঞ্জিয়া নয়ন ;
উথলিত অনিবার আমোদ-লহরী,
ভাসিত নগরবাসী, অমর-সমান,
শান্তির সাগরে সুখে ; সে মহানগরী,
ভাবনা-সাগরে কেন আজি ভাসমান ?
যাহার সঙ্গীত-স্বরে জাহ্নবী-জীবন
নাচিত উল্লাসে, আজি সে কেন এমন ?

৭

পাঠক !
চঞ্চল চপলালোকে চল একবার,
যাই সুরপুরী-সম সেঠের ভবনে ;

ভারতে বিখ্যাত যেন কুবের-ভাণ্ডার ;
অচলা কমলা যথা হীরক-আসনে ;
যথায় সঙ্গীত-স্রোত বহে অনিবার
কামিনী-কোমলকণ্ঠে, জিনিয়া সুস্বরে
কোকিল, কাকলী, কিম্বা সুতার সেতার,
বরষি অমৃতধারা শ্রবণ-বিবরে ;
অন্ধকারে সাবধানে শঙ্কিত অন্তরে,
চল যাই কি আমোদ দেখি সেই ঘরে।

৮

একি !!
নীরব সেতার, বীণা, মধুর বাঁশরী,
পাখোয়াজ মেঘনাদে গর্জ্জিনা গভীর ;
নৈশ নীরদের মালা আবাহন করি,
কেহ নাহি গায় মেঘমল্লার গম্ভীর;
নিষ্কোষিত অসি করে দ্বৌবারিকদল,
অন্ধকারে দ্বারে দ্বারে করিছে ভ্রমণ ;
একটী কপাট কোথা নাহি অনর্গল ;
একটী প্রদীপ কোথা জ্বলেনা এখন ;
তিমিরে অদৃশ্য গৃহ, প্রাচীর, প্রাঙ্গন ;
বোধ হয় ঠিক্ যেন বিরল বিজন।

৯

কেবল কতটী রশ্মি গবাক্ষ বিদারি,
একটী মন্দির হতে হইয়া নির্গত,
তমোরাশি মাঝে ক্ষীণ আলোক বিস্তারি
শোভিছে, আকাশ-চ্যুত নক্ষত্রের মত ;
সেই ক্ষুদ্র পথে রশ্মি হয়েছে নিঃসৃত,
কল্পনে ! সে পথে পশি নিভৃত আলয়ে,
কহ, সর্ব্ব পুরী যবে তিমিরে আবৃত,
এই কক্ষে আলো কেন জ্বলে এ সময়ে ?
গভীর নিশীথে কি হে বসি কোন জন,
অভীপ্সিত মহামন্ত্র করিছে সাধন ?

১০

কি আশ্চর্য্য !
বঙ্গের অদৃষ্ট ন্যস্ত যাহাদের করে,
উজ্জ্বল বঙ্গের মুখ যাদের গৌরবে,
তাঁরা কেন আজি এত বিষণ্ন অন্তরে,
নিশীথে নিভৃত স্থানে বসিয়া নীরবে ?
সহস্রে বেষ্টিত হয়ে স্বর্ণ সিংহাসনে
বসেন সতত যাঁরা, তাঁরা কেন, হায়,

নির্জ্জনে মলিন মুখে বিষাদিত মনে
বসিয়া গম্ভীর ভাবে মজিয়া চিন্তায় ?
প্রাচীরে চিত্রিত পটে নৃমুণ্ডমালিনী,
লোল-জিহ্বা অট্টহাসি ভৈরব-ভামিনী।

১১

রাখিয়া দক্ষিণ করে দক্ষিণ কপোল,
বসি অবনত মুখে বীর পঞ্চজন ;
বহে কি না বহে শ্বাস, চিন্তায় বিহ্বল,
কুটিল ভাবনাবেশে কুঞ্চিত নয়ন।
অনিমেষ নেত্রে কষ্টে যেন এক মনে
পড়িছে বঙ্গের ভাগ্য অঙ্কিত পাষাণে
বিধির অস্পষ্টাক্ষরে ; কিম্বা চিতমনে
প্রাণ যেন আরোহিয়া কল্পনা-বিমানে,
সময়ের যবনিকা করি উদ্ঘাটন,
বঙ্গ-ভবিষ্যৎ-সিন্ধু করে সন্তরণ।

১২

একটী রমণীমূর্ত্তি বসিয়া নীরবে,
গৌরাঙ্গিণী, লম্ব-গ্রীবা, আকর্ণ-নয়ন,

(সুখ-তারা শোভে যেন আকাশের পটে !)
শোভিছে উজ্জ্বলি জ্ঞান-গর্ব্বিত বদন।
আবার পলকে সেই নয়নযুগল,
স্নেহের সলিলে হয় কোমলতা-ময়,
এই বর্ষিতেছে ক্রোধ গরিমা গরল,
অমনি দয়াতে পুনঃ দ্রবীভূত হয়।
বিশ্বব্যাপী সেই দয়া, জাহ্নবী যেমন
সমস্ত বঙ্গেতে করে সুধা বরিষণ।

১৩

সুস্নিগ্ধ নয়ন ঐ গম্ভীর বদনে,
করতলে বামগণ্ড করিয়া স্থাপন,
ভাবিছে, জানকী যেন অশোক কাননে,
আপন উদ্ধার-চিন্তা, বিষাদিত মন।
আবার এদিগে দেখ, স্বতন্ত্র আসনে
নীরবে বসিয়া এক তেজস্বী যবন,
দুরূহ ভাবনা যেন ভাবিতেছে মনে,
শ্বেত শ্মশ্রু-রাশি তার চুম্বিছে চরণ।
ক্ষণে চাহে, শূন্য পানে, ক্ষণে ধরাতলে
সুদীর্ঘ নিশ্বাসে শ্মশ্রু করে দলমল।

১৪

দেশদেশান্তর হ'তে ইহাঁরা সকল,
সমবেত কেন এই নিভৃত মন্দিরে ?
বঙ্গের যে কোটী তারা নির্ম্মল, উজ্জ্বল,
কি ভাবনা মেঘে সব ঢেকেছে অচিরে ?
সৈরিন্ধ্রী-স্বরূপা বঙ্গে, পাপ-কামনায়
করেছে কি অপমান কীচক যবন,
কেমনে উচিত দণ্ড দিবেন তাহায়,
তাই কি মন্ত্রণা করে ভ্রাতা পঞ্চজন ;
অথবা রাজ্যের তরে বিষাদিত মনে,
ভাবিছে কি কৃষ্ণা সহ বসি তপোবনে।

১৫

কোন্ ব্রতে ব্রতী আজি কে বলিবে হায় ?
কি বর মাগিছে সবে শ্যামার চরণে,
সামান্য লোকের মন বলা নাহি যায়,
রাজাদের কি কামনা বলিব কেমনে ?
ওই দেখ—
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি, তুলিয়া বদন,
কষ্টের স্বপন যেন, হলো অপসৃত,

সঙ্গীদের মুখপানে করি নিরীক্ষণ,
কহিতে লাগিল মন্ত্রী নিজ মনোনীত।
পর্ব্বত নির্ঝর হতে অবরুদ্ধ নীর,
বহিতে লাগিল যেন, গরজি গম্ভীর।

১৬

"মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র!
অনেক চিন্তার পর করিলাম স্থির,
আমা হ'তে এই কর্ম্ম হবে না সাধন;
আজন্ম যাহার অন্নে বর্দ্ধিত শরীর,
কৃতঘ্নতা অসি, ধর্ম্মে দিয়া বিসর্জ্জন,
কেমনে ধরিব আহা! বিপক্ষে তাহার?
যেই তরু-ছায়াতলে যুড়াই জীবন,
কেমনে সে তরুমূল কাটিব আবার?
অথবা নিষ্ঠুর মনে ভুজঙ্গ যেমন,
কোন প্রাণে, যে গাভীর করি স্তনপান,
দুগ্ধ বিনিময়ে তারে করি বিষ দান?"

১৭

"কৃতঘ্নতা মহাপাপ; বর্ণনা আমায়,
যেই করে করে মুখে আহার প্রদান,

কোন্ জনে সেই করে কাটিবারে চায়?
কৃতঘ্নহৃদয় আহা নরক-সমান!
সামান্য যে উপকারী তার অপকার
করিলে, পাপেতে আত্মা হয় কলুষিত;
একে রাজদ্রোহী, তাহে, মন্ত্রী হয়ে তার,
কেমনে কুমন্ত্রে তার করি বিপরীত?
একে রাজ-বিদ্রোহিতা! তাহে অনিশ্চিত
এই পাপ-পরিণাম—হিতে বিপরীত?"

১৮

"সিংহাসন-চ্যুত করি অভাগা নবাবে,
কোন্ অভিসন্ধি বল হইবে সাধন?
লইবে যে রাজদণ্ড আপন প্রভাবে,
যমদণ্ড করিলে কে করিবে বারণ?
নাদের সাহার মত যদি কোন জন,
দিল্লী বিনাশিয়া আসে বঙ্গে বীরভরে,
কেমনে রাখিবে ধন, বাঁচাবে জীবন,
কে বল বাঁধিয়া বুক দাঁড়াবে সমরে?
হরিয়া সর্ব্বস্ব যদি প্রদানে কেবল,
বিনিময়ে ভিক্ষা-পাত্র, দাসত্ব-শৃঙ্খল?"

১৯

"সহজে দুর্ব্বল মোরা চির-পরাধীন ;
পঞ্চশত বৎসরের দাসত্ব-জীবন,
করিয়াছে বঙ্গদেশ শৌর্য্য-বীর্য্য-হীন,
রক্ষিতে আপন দেশ অশক্ত এখন ;
শাসিতে বাঙালা-রাজ্য আপনার বলে,
পার যদি, নবাবেরে করিতে দমন,
সাজহ সমরসাজে ; কি কায কৌশলে ?
নতুবা অধীন থাক এখন যেমন।
রাজপদে, মন্ত্রিপদে, আছি বিরজিত,
অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দাও সমুচিত।"

২০

"সিরাজ দুর্দ্দান্ত অতি, নিষ্ঠুর পামর,
মানি আমি, কিন্তু বল বনের শার্দ্দুল
পোষে নাকি, পোষে নাকি কালবিষধর
বুদ্ধির কৌশলে, তবে কেন হেন ভুল ?
ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, পাপ-পুণ্য-ভয়,
সবে মিলি কর যদি হৃদয়ে সঞ্চার,
এই যে অনমনীয় দুষ্প্রবৃত্তিচয়,
হইবে কোমল যেন কুসুমের হার ;

শীতল সৌরভরূপে শান্তির বিধান,
হইবে সমস্ত বঙ্গে স্বর্গের সমান।

২১

নাহি কায অতএব পাপ-মন্ত্রণায়,
কি কায পাপেতে আত্মা করি কলুষিত ?
মজিয়া মোহের ছলে, মাতি দুরাশায়,
কি জানি ঘটায় পাছে হিতে বিপরীত !"
এইরূপে ভবিষ্যত কহি মন্ত্রীবর
নীরবিল ; মুহূর্ত্তেক নীরব সকল ;
নিরাশ ভাবিয়া মনে যবন পামর,
প্রত্যেকের মুখপানে দেখিছে কেবল।
অমনি জগতসেঠ্ তুলিয়া বদন,
বলিতে লাগিল দর্পে সজীব বচন।

২২

"মন্ত্রীবর !
সাধে কি বাঙ্গালি মোরা চির-পরাধীন ?
সাধে কি বিদেশী আসি দলি পদভরে,
কেড়ে লয় সিংহাসন ? করে প্রতিদিন
অপমান শত শত চক্ষের উপরে ?

স্বর্গ মর্ত্য করে যদি স্থান-বিনিময়,
তথাপি বাঙ্গালি নাহি হবে এক-মত ;
প্রতিজ্ঞায় কল্পতরু, সাহস দুর্জ্জয় !
কার্য্যকালে খোঁজে সবে নিজ পথ ;
যে দিন মামুদ ঘোরি আসে সিন্ধুপার,
সেই দিন হ'তে দেখ দৃষ্টান্ত অপার।"

২৩

"কি আশ্চর্য্য ! মন্ত্রীর যে এই অভিপ্রায়
হবে আজি এই ভাব হবে অকস্মাৎ ?
একটী কণ্টক কভু ফুটে যে পায়,
সে কেন না হাসিবেক দেখি শেলাঘাত ?
বিদরে হৃদয় যার সে করে রোদন ;
যেখানে অস্ত্রের লেখা ব্যথাও তথায় ;
ফলতঃ মন্ত্রির এই বঙ্গ-সিংহাসন,
এই সব মন্ত্রণায় তাঁহার কি দায় ?
যাহার হৃদয়ে শেল, সে জানে কেমন,
পরের কেবল মাত্র লৌকিক রোদন।"

২৪

"কি বলিব মন্ত্রিবর ? বিদরে হৃদয়
বলিতে সে সব কথা ; তপ্তলোষ্ট্র-সম,

ধমনীতে রক্ত-স্রোত প্রবাহিত হয় ;
প্রতি কেশরন্ধ্রে, অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ-নির্গম
হয় বিদ্যুতের বেগে ; কি বলিব আর
বেগমের বেশে পাপী পশি অন্তঃপুরে,
নিরমল কুল মম—প্রতিভা যাহার
মধ্যাহ্ন-ভাস্কর-সম, ভূভারত যুড়ে
প্রজ্বলিত,—সেই কুলে দুষ্ট দুরাচার
করিয়াছে কলঙ্কের কালিমা-সঞ্চার।”

২৫

“সেঠের বংশের হায়! ঐশ্বর্য্যের কথা
সমস্ত ভারতে রাষ্ট্র, প্রবাদের মত ;
জগৎসেঠের নাম বঙ্গে যথা তথা
লক্ষমুদ্রা-সমকক্ষ ; জাহ্নবীর মত
শত মুখে বাণিজ্যের স্রোতে অনিবার
ঢালিছে সম্পদ-রাশি সমুদ্র-ভাণ্ডারে ;
আপনি নবাব যিনি, (অন্য কোন ছার!)
ঋণপাশে বাঁধা সদা যাহার দুয়ারে ;
কিন্তু অপমানে হায় ফেটে যায় বুক,
সে জগৎসেঠ আজি অবনত-মুখ।”

২৬

"কিন্তু এ প্রতিজ্ঞা মম,—সমস্ত পৃথিবী
সিরাজদ্দৌল্লার যদি হয় অনুকূল,
অথবা মানুষ ছার, তুচ্ছ ক্ষীণজীবী,
করেন অভয়দান যদি দেবকুল,
তথাপি—তথাপি এই কলঙ্কের কালি
সিরাজদ্দৌল্লার রক্তে ধুইব নিশ্চয়;
যা থাকে কপালে, আর যা করেন কালী
কঠিন পাষাণে দেখ বেঁধেছি হৃদয়;
সম্ভব, হইবে লুপ্ত শারদ চন্দ্রিমা,
অসম্ভব, হবে লুপ্ত সেঠের গরিমা।"

২৭

"যেই প্রতিহিংসা-অগ্নি—ভীম দাবানল,
জ্বলিছে হৃদয়ে মম; প্রতিজ্ঞা আমার,
সিরাজদ্দৌলার তপ্ত শোণিত তরল,
নিভাইবে সে অনল; কি বলিব আর?
সাধিতে প্রতিজ্ঞা যদি হয় প্রয়োজন'
উপাড়িব একা নভো-নক্ষত্রমণ্ডল,
সুমেরু সিন্ধুর জলে দিব বিসর্জ্জন,
লইব ইন্দ্রের বজ্র পাতি বক্ষঃস্থল,

যদি পাপিষ্ঠের থাকে সহস্র পরাণ,
সহস্র হলেও তবু নাহি পরিত্রাণ।"

২৮

"বঙ্গমাতা-উদ্ধারের পথ সুবিস্তার,
রয়েছে সম্মুখে ছায়াপথের মতন;
হও অগ্রসর, নহে করি পরিহার,
জঘন্য দাসত্ব-পথে কর বিচরণ;
আমি এ কলঙ্ক-ডালি লইয়া মাথায়,
দেখাব না মুখ পুনঃ স্বজাতি-সমাজে;
সঁপেছি জীবন মম এই প্রতিজ্ঞায়,
কথায় যা বলিলাম দেখাইব কাযে;
প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা সার,
প্রতিহিংসা বিনে মম কিছু নাই আর।"

২৯

নীরবিল সেঠ-শ্রেষ্ঠ,—অরুণ-লোচনে,
হতেছিল যেন অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ নির্গত;
অধর রক্তাক্তপ্রায় দশন-দংশনে;
মুষ্টি-বদ্ধ করদ্বয়। "স্বপনের মত"
বলিলেন রাজা রাজবল্লভ তখন,
"বোধ হয় পাপিষ্ঠের অত্যাচার যত;

নর-প্রকৃতিতে নাহি সম্ভবে কখন ;
মনুষ্য-হৃদয় নহে পাপাশক্ত এত ;
এই অল্প দিনে, দেহ হয় রোমাঞ্চিত,
কি পাপে না বঙ্গভূমি হ'লো কলুষিত।"

৩০

"ক্রমে পাপলিপ্সা-স্রোত হতেছে বিস্তার ,
এই দুর্ণিবার নদী, কে বলিতে পারে,
কোথা হবে পরিণত ? কিছু দিন আর,
সতীত্ব-রতন এই বঙ্গের ভাণ্ডারে,
থাকিবে না, থাকিবে না কুল শীল মান
বঙ্গবাসিদের হায় ! এখনো সবার
অনিশ্চিত ভয়ে, ত্রাসে, কণ্ঠাগত প্রাণ ;
সীমা হ'তে সীমান্তরে, এই বাঙ্গালার
উঠিতেছে হাহাকার ; ভাবে প্রজাগণ
কেমনে রাখিবে ধন, রাখিবে জীবন।"

৩১

"যে যন্ত্রণা দুরাচার দিতেছে আমায়,
জানেন সকলে, আমি কি বলিব আর ?
যে অবধি সিংহাসনে বসিয়াছে, হায় !
সে অবধি বিষদৃষ্টি উপরে আমার ;

প্রিয়পুত্র কৃষ্ণদাস সহ পরিবার
হইয়াছে দেশান্তর ; ইংরাজ বণিক
আশ্রয় না দিত যদি, কি দশা আমার
হ'তো এত দিনে ; মম প্রাণের অধিক
পত্নীপুত্র বিরহেতে হয়েছি এখন,
নিদাঘে পল্ল-বশূন্য তরুর মতন।"

৩২

"কলিকাতা-জয়কালে,—কাঁপে কলেবর
অন্ধকূপ-অত্যাচার করিলে স্মরণ,
কেশরাশি কণ্টকিত হয় শীরোপরে,
শঙ্কিত-শজারু-পৃষ্ঠ-কণ্টক যেমন ;—
কলিকাতা-জয়-কালে, যদিও পামর
পেয়ে গ্রাসে ছাড়িয়াছে পুত্র কৃষ্ণদাস ;
যে দিন হইবে পাপী নির্ভয় অন্তর,
সে দিন আমার হবে সবংশে বিনাশ ;
বিপদে বেষ্টিত বলে মনে বড় ভয়,
আপাততঃ তাই প্রাণ রেখেছে নির্দ্দয়।"

৩৩

"এই ত কলির সন্ধ্যা ; প্রগাঢ় তিমিরে
এখনো বঙ্গের মুখ হয় নি আবৃত ;

এখনো রয়েছে আলো আশার মন্দিরে,
নয়ন না পলকিতে হবে অন্তর্হত।
এই রজনীতে যথা ঘন জলধরে,
অবিচ্ছিন্ন ব্যাপিয়াছে গগন-মণ্ডল;
এইরূপে চিন্তা-মেঘে, ভীম বেশ ধরে,
ঢাকিবে সমস্ত রাজ্য; দৌরাত্ম্য কেবল
গভীর জলদ-নাদে করিবে গর্জ্জন,
কার সাধ্য সেই ঝড় করিবে বারণ?"

৩৪

"এই কালে এত বিষ; পূর্ণ কলেবর
হবে যবে এ ভুজঙ্গ, না জানি তখন
হবে কিবা ভয়ঙ্কর তীব্র বিষধর;
নাশিবে নিশ্বাসে কত মানব-জীবন;
সকালে সকালে যদি না হয় বিনাশ,
কিম্বা বিষদন্ত নাহি হয় উৎপাটন,
কিছু পরে কার সাধ্য সহিবে নিশ্বাস?
বঙ্গসিংহাসন হ'তে ঘুচাবে বেষ্টন
নিমীলিত নেত্রে থাকা আর শ্রেয় নয়,
সিংহাসন-চ্যুত হবে কিসে দুরাশয়

৩৫

চিন্ত সদুপায় ; মম এই অভিপ্রায়—
সহৃদয় ইংরেজের লইয়া আশ্রয়,
রাজ্যভ্রষ্ট করি এই দুরন্ত যুবায় ;
—কত দিনে বিধি বঙ্গে হইবে সদয় !—
সৈন্যাধ্যক্ষ সাধু মিরজাফরের করে
সমর্পিলে রাজ্যভার, তা হ'লে নিশ্চয়
নিদ্রা যাবে বঙ্গবাসী নির্ভয় অন্তরে ;
হইবে সমস্ত রাজ্য শান্তি-সুধাময়।"
নীরবিলা নৃপমণি, উঠিল কাঁপিয়া
দুরু দুরু করি মিরজাফরের হিয়া।

৩৬

আরম্ভিলা কৃষ্ণচন্দ্র "ধরণী-ঈশ্বর !"
সম্বোধিয়া ধীরে রাজনগর-ঈশ্বরে
সসম্ভ্রমে "যা কহিলা সত্য নৃপবর,
কার সাধ্য অণুমাত্র অস্বীকার করে ?
যে করে সে মূঢ় ; ভেবে দেখ মনে
শার্দ্দুল-কবল-গত, কিম্বা নাগপাশে
বদ্ধ যেই জন হায় ! ভীষণ বেষ্টনে,
নিরাপদ, বসি যেন আপনার বাসে,

ভাবে সে যদ্যপি মনে, তবে এ সংসারে
ততোধিক মূর্খ আর বলিব কাহারে ?”

৩৭

‘একেত অদূরদর্শী, নৃশংস যুবক
আজন্ম বর্দ্ধিত পাপে, হিংসা অহঙ্কার
অলঙ্কার তার ; তাহে পথ-প্রদর্শক।
হয়েছে ইতর-মনা যত কুলাঙ্গার,
নীচাশয় ; ইহাদের পরামর্শে হায় !
ফলিছে বঙ্গের ভাগ্যে যে বিষম ফল,
বলিতে বিদরে বুক ; যথায় তথায়
হাহাকার ধ্বনি রাজ্যে উঠিছে কেবল ;
নাচে অত্যাচার, করে উলঙ্গ কৃপাণ,
সুন্দর বাঙ্গালা-রাজ্য হয়েছে শ্মশান।”

৩৮

“সেই দিন মহারাষ্ট্র-বিপ্লবে বিশেষ,
এদেশ উপর্য্যুপরি হয়েছে প্লাবিত ;
যথা এই দস্যুদল করেছে প্রবেশ
ভীম রোষে, দাবানল রূপে আচম্বিত ;
অগ্নিতে, অসিতে, অপহরণে, সে দেশ
হইয়াছে মরুভূমি ; সন্ত্রাসে কৃষক

বিষাদে বিজন বনে, করেছে প্রবেশ
নাডরি-শার্দ্দুলে, সিংহে ; কুরঙ্গ-শাবক
অদূরে শুনিয়া ব্যাধ—বন-নিপীড়ন,
সভয়ে যেমতি পশে নিবিড় কানন।”

৩৯

“ইহাদের দুরবস্থা করিতে মোচন
কি যত্ন না করিয়াছে স্বর্গীয় নবাব
বীরশ্রেষ্ঠ আলিবর্দ্দি ? সমরে শমন,
শিবিরে অপক্ষপাতী, অমায়িক ভাব,
জীবনের অবসানে, তথাপি উজ্জ্বল
ছিল ভস্ম-আচ্ছাদিত বহ্নির মতন ;
প্রভায় সমস্ত বঙ্গ ছিল সমুজ্জ্বল,
ছিল যেই সিংহাসনে,—ইন্দ্রের মতন
পরাক্রমে পরন্তপ,—এতাদৃশ শূর,
এখন বসেছে এক কামুক কুক্কুর।”

৪০

“বিরাজিত বঙ্গেশ্বর, বিচিত্র সভায় ;—
কামিনী-কোমল-কোল রত্ন-সিংহাসন,
রাজদণ্ড সুরাপাত্র, যাহার প্রভায়
নবাব-নয়নে নিত্য ঘোরে ত্রিভুবন ;

সুগোল মৃণালভুজ উত্তরীয় স্থলে
শোভিতেছে অংসোপরে; শুনিছে শ্রবণ
বামাকণ্ঠ-প্রেমালাপ মন্ত্রণার ছলে;
রমণীর সুশীতল রূপের্ কিরণ
আলোকিছে সভাস্থল, নৃপতি-সদন;
সঙ্গীতে গাইছে অর্থী মনের বেদন।”

৪১

“কিন্তু কি করিবে সখে! বিধাতা বিমুখ
অভাগিনী বঙ্গ প্রতি; বলিতে না পারি
লিখেছেন বিধি হায়! কত যে কি দুঃখ
কপালে তাহার—চির-অভাগিনী নারী!
সেনকুল-কুলাঙ্গার, গৌড়-অধিপতি,
সপ্তদশ অশ্বারোহী তুর্কিদের ডরে,
কি কুলগ্নে কাপুরুষ বৃদ্ধ নরপতি
তেয়াগিল সিংহাসন সত্রাস অন্তরে;
সেই দিন হতে যেই দাসত্ব-শৃঙ্খল,
পড়েছে বঙ্গের গলে, আর্য্য-সুত-দল

৪২

আর কি পারিবে তারে করিতে খণ্ডন?
জানেন ভবিতব্যতা! কিম্বা এ শৃঙ্খল

জেতৃভেদে কতবার হইবে নূতন,
কে বলিবে ? কে বলিতে পারে রণস্থল
পাণিপথে কতবার হবে পরীক্ষিত
ভারত-অদৃষ্ট হায় ! গিয়াছে পাঠান ;
গতপ্রায় মোগলেরা ; কিন্তু শৃঙ্খলিত
আছে এক ভাবে যত ভারত-সন্তান
সার্দ্ধ-পঞ্চ-শত-বর্ষ ; নাজানি কখন
ভারত-দাসত্ব বিধি করিবে মোচন।”

৪৩

“কিন্তু কি করিবে হায় ! জিজ্ঞাসি আবার
কি করিবে ? সেই দিন করিয়া মন্ত্রণা,
বরিলাম পূর্ণিয়ার পাপী দুরাচার,
বুঝিতে নাপারি পাপ আশার ছলনা ;
কিন্তু পরিণামে হায় লভিনু কি ফল ?
সুরামত্ত, কামাসক্ত, পড়িল সংগ্রামে,
যেমতি পড়িল ক্রৌঞ্চমিথুন দুর্ব্বল,
নিরখিয়া বাল্মীকিরে ব্যাধ-মুক্ত-বাণে।
নবাবের ঘোর কোপে পড়িয়া সকলে
নাজানি পাইনু রক্ষা কোন্ পুণ্য-ফলে।”

৪৪

"কিন্তু তাহা ভাবি মনে এ শর-শয্যায়
কেমনে থাকিব বল ? দিবস যামিনী
থাকি সশঙ্কিত, ধন-প্রাণ-আশঙ্কায় ;
দুঃখে দিবা, অনিদ্রায় কাটি নিশীথিনী।
ভূত-ভয়ে ভীত জন ঘোর অন্ধকারে,
স্বীয়-পদ-শব্দে যথা হয় সন্ত্রাসিত ;
আমরা তেমন মৃদু পবনসঞ্চারে,
ভাবি শমনের ডাক হই রোমাঞ্চিত ;
অগ্নিতে নির্ভয় কভু সম্ভবে কি তার,
জতুগৃহে জ্ঞাতসারে বসতি যাহার ?"

৪৫

"অতএব ইংরাজেরে করিয়া সহায়,
রাজ্য-চ্যুত করি এই দুরন্ত পামরে—
যবন-কুলের গ্লানি ! মম অভিপ্রায়,
বসাইতে সৈন্যাধ্যক্ষে সিংহাসনোপরে।
অন্ধকূপ অত্যাচার প্রতিবিধানিতে
এসেছে ব্রিটিস্-সিংহ—বীর-অবতার ;
উদ্ধারিয়া কলিকাতা পশিল হুগ্লীতে
দ্রুত-ইরম্মদ-বেগে, সৈন্য-পারাবার

নবাবের, বিনাশিয়া, ভাতিল অম্বরে
শিশির ভেদিয়া সূর্য্য হুগ্লীর সমরে।”

৪৬

“অসম সাহসে পশি, অভয় হৃদয়ে
বিলোড়িয়া নবাবের সৈন্যের সাগর,
তুলে ছিল যেই ঝড়, দাঁতে তৃণ লয়ে
সভয়ে সিরাজদ্দৌলা ত্যজিল সমর।
দেখিতে দেখিতে পুনঃ ফরাসি ইংরাজ
মিলিল আহবে ঘোর ; গঙ্গা তীরে, নীরে
জ্বলিল সমরানল ধরি ভীম সাজ ;
ভয়ে ভীতা ভাগিরথী বহিলেক ধীরে ;
নবম দিবস পরে নভঃ আলো করে,
উঠিল ব্রিটিস-ধ্বজা চন্দন-নগরে।”

৪৭

“ফ্রেঞ্চজাতি-সম-যোদ্ধা নাহি ভূ-ভারতে,
বঙ্গদেশে একবাক্যে বলিত সকলে ;
সেই ফ্রেঞ্চ যশো-রবি সেই দিন হতে,
ক্লাইবের কটাক্ষেতে গেছে অস্তাচলে।
বিশেষ তাহার সনে বঙ্গ-সেনাপতি,
স্বীয় সৈন্য যদি যুদ্ধে করেন মিলন,

প্রভঞ্জন সহ সিন্ধু দুর্নিবার-গতি,
পাবক সহায় হবে প্রবল পবন ;
মুহূর্ত্তে ক্লাইব যুদ্ধে হলে সম্মুখীন।
উড়াইবে তৃণবৎ যুবা অর্ব্বাচীন। ”

৪৮

এযুক্তিতে সমবেত সভ্য যত জন
কিছু তর্ক পরে সবে হলেন সম্মত,
বলিলেন কৃষ্ণচন্দ্র ফিরায়ে নয়ন,
“জানিতে বাসনা করি রাণীর কি মত।”
যবনিকা-অন্তরালে চিত্রার্পিতা প্রায়,
বসিয়া রমণীমূর্ত্তি ; অস্পন্দ-শরীর ;
নাহি বহিতেছে যেন ধমনীশাখায়
রক্তস্রোত ; শূন্য দৃষ্টি, দুনয়ন স্থির ;
এইরূপে বঙ্গমাতা বসি শূন্যমনে,
“রাণীর কি মত ?” প্রশ্ন শুনিলা স্বপনে।

৪৯

“রাণীর কি মত ?” শুনি সুপ্তোত্থিতা প্রায়,
বলিতে লাগিলা রাণী ভবানী তখন ;—
“আমার কি মত, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় !
শুনিতে বসনা যদি, বলিব এখন,

যেই কাল রঙে সবে চিত্রিলে নবাবে,
জানি আমি এই চিত্র অতি ভয়ঙ্কর,
যতই বিকৃত কেন নিকৃষ্ট স্বভাবে
কর চিত্র, ততোধিক পাপাত্মা পামর ;
রে বিধাতঃ ! কোন্ জন্মে করেছি কি পাপ ?
কোন দোষে সহে বঙ্গ এত মনস্তাপ ?"

৫০

"সহজে অবলা আমি দুর্ব্বল-হৃদয়,
নৃপবর ! কি বলিব ? কিন্তু,—এচক্রান্ত
কৃষ্ণনগরাধিপের উপযুক্ত নয় ;
কেন মহারাজ ! এত হইলেন ভ্রান্ত ?
কাপুরুষ-যোগ্য এই হীন মন্ত্রণায়
কেমনে দিলেন সায়, এক বাক্যে সব
বুঝিতে নাপারি আমি ; নাবুঝিনু হায় !
ভবাদৃশ বীরগণ,—বীরবংশোদ্ভব—
কেমনে এহীন মন্ত্রে হলে উত্তেজিত,
আমি যে অবলা নারী আমার ঘৃণিত।"

৫১

"লক্ষণসেনের সেই কাপুরুষতায়
সহি এত ক্লেশ ; তবে জানিনে কেমনে

তোমাদের ঘৃণাস্পদ এই মন্ত্রণায়
ফলিবে কি ফল পরে ? ভেবে দেখ মনে
সেনাপতি সিংহাসনে বসিবেন যবে,
তিনি যদি এতোধিক হন অত্যাচারী—
ইংরাজ সহায় তাঁর—কি করিবে তবে ?
এ পাণ্ডিত্য আমি নারী বুঝিতে নাপারি।
বঙ্গভাগ্যে এ বীরত্বে ফলিবে তখন,
দাসত্বের পরিবর্ত্তে দাসত্বস্থাপন।"

৫২

"মহারাজ। একবার মানস-নয়নে
ভারতের চারিদিগে কর দরশন ;
মোগল-গৌরব-রবি আরঙ্গ্‌জিব সনে,
অস্তমিত ; নহে দূর দিল্লীর পতন ;
শুনিয়াছি দাক্ষিণাত্যে ফরাসি-বিক্রম
হতবল, মহাবল ক্লাইবের করে ;
বঙ্গদেশে এই দশা—ব্রিটিস-কেতন
উড়িছে গৌরবে ফ্রেঞ্চ দুর্গের উপরে ;
ক্ষুব্ধসিংহ প্রতিদ্বন্দ্বী যূথপতি-বরে
আক্রমিবে কোন মতে, বসিয়া বিবরে"

৫৩

"চিন্তে মনে মনে যথা ; ক্লাইব তেমতি
আক্রমিতে বঙ্গেশ্বরে ভাবিছে সুযোগ,
তাহাতে তোমরা যদি সহ সেনাপতি,
বর তাঁরে, তবে তাঁর প্রতাপ অমোঘ
হইবে অপ্রতিহত ; যে ভীম অনল
জ্বলিবে সমস্ত বঙ্গে, পতঙ্গের মত
পুড়াবে নবাবে—মিরজাফরের বল
কিসাধ্য নিবাবে তারে ? হবে পরিণত
দাবানলে ; নাপারিবে এই ভীমানল,
সমস্ত জাহ্নবীজল করিতে শীতল।"

৫৪

"বঙ্গদেশ তুচ্ছকথা—সমস্ত ভারতে
ব্রিটিসের তেজোরাশি বল অতঃপর
কে পারিবে নিবারিতে ? কে পারে জগতে
নিবারিতে সিন্ধূচ্ছাস, ঝঞ্ঝা ভয়ঙ্কর ?
আছে মহারাষ্ট্রীয়েরা, বিক্রমে যাহার
মোগল-সাম্রাজ্য কেন্দ্র পর্য্যন্ত কম্পিত,
দস্যুব্যবসায়ী তারা ; হবে ছারখার
ব্রিটিসের রণদক্ষ সৈনিক সহিত

সম্মুখ সমরে ; যেই শশী, তারাগণ
জিনি শোভে, হততেজ ভানুর কিরণে।”

৫৫

“যেইরূপে যবনেরা ক্রমে হতবল
হইতেছে দিন দিন ; অদৃশ্যে বসিয়া
যেরূপে বিধাতা ক্রমে ঘুরাতেছে কল
ভারত-অদৃষ্ট-যন্ত্রে ; দেখিয়া শুনিয়া
কার চিত্ত হয় নাই আশায় পূরিত ?
দাক্ষিণাত্যে যেইরূপ মহারাষ্ট্রপতি
হতেছে বিক্রমশালী, কিছুদিন আর
মহারাষ্ট্রপতি হবে ভারত-ভূপতি ;
অচিরে হইবে পুনঃ ভারত উদ্ধার ;
সার্দ্ধপঞ্চশত দীর্ঘ বৎসরের পরে,
আসিবে ভারত নিজ সন্তানের করে।”

৫৬

“বিষম বিকল্প স্থানে আছি দাঁড়াইয়া
আমরা, অদূরে রাজবিপ্লব দুর্ব্বার ;
নাহি কায অদৃষ্টের সিন্ধু সাঁতারিয়া,
ভাসি স্রোতোধীন, দেখি বিধি বিধাতার।

কেন মিছে খাল কেটে আনিবে কুমীরে ?
প্রদানিবে স্বীয় হস্তে স্বগৃহে অনল ?
ধরিয়া ক্লাইবে, খড়্গ নবাবের শিরে
প্রহারি চক্রান্তবলে, লভিবে কি ফল ?
ঘুচিবে কি অত্যাচার বল নৃপবর !
অধীনতা, অত্যাচার নিত্য সহচর।"

৫৭

"জ্ঞানহীনা নারী আমি, তবু মহারাজ !
দেখিতেছি দিব্য চক্ষে, সিরাজদ্দৌলায়
করি রাজ্যচ্যুত, শান্ত হবেনা ইংরাজ ;
বরঞ্চ হইবে মত্ত রাজ্য-পিপাসায়।
যেই শক্তি টলাইবে বঙ্গ-সিংহাসন,
থামিবে না এইখানে ; হয়ে উগ্রতর,
শোণিতের স্বাদে মত্ত শার্দ্দূল যেমন,
প্রবেশিবে মহারাষ্ট্র সৈন্যের ভিতর।
হবে রণ ভারতের অদৃষ্টের তরে,
পরিণাম ভেবে মম শরীর সিহরে।"

৫৮

"জানি আমি যবনেরা ইংরাজের মত
ভিন্নজাতি ; তবু ভেদ আকাশ পাতাল।

যবন ভারতবর্ষে আছে অবিরত
সার্দ্ধপঞ্চশত বর্ষ ; এই দীর্ঘকাল
একত্রে বসতি হেতু হয়ে বিদূরিত
জেতা জিত বিষভাব, আর্য্যসুত সনে
হইয়াছে পরিণয় প্রণয় স্থাপিত।
নাহি বৃথা দ্বন্দ্ব জাতি ধর্ম্মের কারণে।
অশ্বত্থ-পাদপ-জাত উপবৃক্ষ মত,
হইয়াছে যবনেরা প্রায় পরিণত।"

৫৯

"বিশেষ তাদের এই পতন সময় ;—
কি পাত্সাহ, কি নবাব, আমাদের করে
পুতুলের মত , খুঁজে খোঁজ নাহি হয়,
কে কোথায় ভাসিতেছে আমোদ-সাগরে।
আমাদের করে রাজ্য শাসনের ভার।
কিবা সৈন্য, রাজকোষ, রাজ-মন্ত্রণায়,
কোথায় না হিন্দুদের আছে অধিকার ?
সমরে, শিবিরে, হিন্দু প্রধান সহায়।
অচিরে যবন-রাজ্য টলিবে নিশ্চয়,
উপস্থিত ভারতের উদ্ধার সময়।

৬০

"অন্য তবে—ইংরাজেরা নব্য পরিচিত।
ইহাদের রীতি নীতি আচার বিচার
অণুমাত্র নাহি জানি ; নাজানি নিশ্চিত
কোথায় বসতি দূর—সমুদ্রের পার।
বানর-ঔরসে জন্ম রাক্ষসী-উদরে,
এই মাত্র কিম্বদন্তী ; আকারে, আচারে,
ভয়ানক অসাদৃশ্য ; বাণিজ্যের তরে,
আসিয়ে ভারতে, এবে রাজ্যের বিস্তার
করিতেছে চারিদিগে ; দুর্দ্দান্ত প্রভাবে,
কাঁপায়েছে বীরশ্রেষ্ঠ স্বর্গীয় নবাবে।"

৬১

"বৃদ্ধ আলিবর্দ্দির সে ভবিষ্যদ্ বাণী
ভুলেছ কি মহারাজ ? যদি কোন জন
ইংরাজের তেজোরাশি করিবারে গ্লানি
যোগাত মন্ত্রণা, বৃদ্ধ বলিত তখন ;—
'স্থলে জ্বলিয়াছে যেই সমর-অনল
নারি নিভাইতে আমি ; তাহাতে আবার
প্রজ্বলিত হয় যদি সমুদ্রের জল,
কে বল এ বঙ্গদেশ করিবে নিস্তার ?'

এই সংস্কার তাঁর ছিল চিরদিন
অচিরে ভারত হবে ব্রিটিস-অধীন।”

৬২

“বাণিজ্যের ব্যবসায়ে, নবাব-ছায়ায়,
এতই প্রভাব যার; ভেবে দেখ মনে
নবাব অবর্ত্তমানে, এই বাঙ্গালায়
কে আটিবে তার সনে বীর-পরাক্রমে?
মেঘাবৃত রবি যদি এত তপ্ত হায়!
মেঘমুক্তে হবে কিবা তেজস্বী বিপুল!
স্বাধীনতা-আশালতা মুকুলিত প্রায়,
ভারত-হৃদয়ে যাহা, হইবে নির্ম্মূল
প্রভাব তাহার; নাহি জানি অতঃপর
কি আছে ভারত-ভাগ্যে—একি ভয়ঙ্কর!”

৬৩

কড় কড় মহাশব্দে বিদারি গগন;
জিনি শত সিংহনাদ সহস্র কামান;
অদূরে পড়িল বজ্র ধাঁধিয়া নয়ন;
গরজিল ঘন, ধরা হৈল কম্পবান্।
সেই ভীম মন্দ্র, রাণী ভবাণীর কানে
প্রবেশিল; বলিলেন—“একি ভয়ঙ্কর!

ওই শুন মহারাজ! বসিয়া বিমানে
কহিছেন স্বরীশ্বর দেব পুরন্দর—
'দুঃখিনী ভারত ভাগ্যে'—অভ্রান্ত ভাষায়—
'লিখেছেন বজ্রাঘাত ভবিতব্যতায়'।"

৬৪

"অতএব মহারাজ! এই মন্ত্রণায়
নাহি কায; ষড়যন্ত্রে নাহি প্রয়োজন;
শিতলিতে নিদাঘের আতপ-জ্বালায়,
অনল শিখায় পশে কোন্ মূঢ় জন?
'রাণীর কি মত?' শুন আমার কি মত—
ইন্দ্রিয়-লালসা মত্ত সিরাজদ্দৌলায়
রাজ্যচ্যুত করা নহে আমার অমত,
(আহা! কিন্তু অভাগার কিহবে উপায়!)
নিশ্চয় প্রকৃত রোগ হয়েছে নির্ণয়,
কিন্তু এ ব্যবস্থা মম মনোমত নয়।"

৬৫

"আমার কি মত? তবে শুন মহারাজ!—
অসহ্য দাসত্ব যদি; নিষ্কোষিয়া অসি,
সাজিয়া সমর-সাজে নৃপতি-সমাজ
প্রবেশ সম্মুখরণে; যেন পূর্ণ শশী

বঙ্গ-স্বাধীনতা-ধ্বজা বঙ্গের আকাশে,
শত বৎসরের ঘোর অমাবস্যা পরে,
হাসুক উজলি বঙ্গ ;—এই অভিলাষে
কোন বঙ্গবাসী-রক্ত ধমনী-ভিতরে
নাহি হয় উষ্ণতর ? আমি যে রমণী
বহিছে বিদ্যুৎবেগে আমার ধমনী।”

৬৬

“ইচ্ছা করে এই দণ্ডে ভীমা অসি করে,
নাচিতে চামুণ্ডারূপে সমর ভিতর।
পরদুঃখে সদা মম হৃদয় বিদরে ;
সহি কিসে মাতৃদুঃখ ? সত্য সেঠবর !—
‘বঙ্গমাতা উদ্ধারের পন্থ সুবিস্তার
রয়েছে সম্মুখে ছায়াপথের মতন,
হও অগ্রসর, নহে করি পরিহার,
জঘন্য দাসত্ব-পঙ্কে কর বিচরণ।
প্রগল্‌ভতা মহারাজ ! ক্ষম অবলার,
ভয়ে ভীত যদি, আমি দেখাব—আবার !!”

৬৭

আবার ভীষণ নাদে অশনি-পতন!
আবার জীমূতবৃন্দ গর্জ্জিল ঘর্ঘরে।

বহিল ভীষণ-বেগে ভীম প্রভঞ্জন।
দূরহৈতে হুঙ্কারিয়া—মহা-ক্রোধ-ভরে—
বারিধারা রণক্ষেত্রে করিল প্রবেশ।
উঠিল তুমুল ঝড়; ঝট্‌কায় ঝট্‌কায়
কাঁপাইয়া অট্টালিকা তরু-নির্ব্বিশেষে;
রণাহত মহীরুহ উপাড়ি ধরায়।
ছুটিল বিদ্যুৎ বেগে ঝলসি নয়ন,
আলোকিয়া মুহুর্মুহুঃ প্রকৃতি ভীষণ।

প্রথম সর্গ

সমাপ্ত

দ্বিতীয় সর্গ।

কাটোয়া—ব্রিটিস-শিবির।

১

দিবা অবসানপ্রায়, নিদাঘ-ভাস্কর
বরষি অনলরাশি, সহস্র কিরণ,
পাতিয়াছে বিশ্রামিতে ক্লান্ত কলেবর,
দূর তরুরাজি শিরে স্বর্ণ-সিংহাসন।
খচিত সুবর্ণ মেঘে সুনীল গগন
হাসিছে উপরে; নিচে নাচিছে রঙ্গিণী,
চুম্বি মৃদু কলকলে, মন্দ সমীরণ,—
তরল সুবর্ণময়ী গঙ্গা তরঙ্গিণী।
শোভিছে একটী রবি পশ্চিম গগনে,
ভাসিছে সহস্র রবি জাহ্নবী-জীবনে।

২

অদূরে কাটোয়া দুর্গে ব্রিটিস-কেতন,
উড়িছে গৌরবে উপহাসিয়া ভাস্করে।
উঠিতেছে ধূঁমপুঞ্জ আঁধারি গগন,
ভস্মিয়া যবন-বীর্য্য কাটোয়া-সমরে।

সশস্ত্র ব্রিটিস সৈন্য তরী আরোহিয়া
হইতেছে গঙ্গাপার, অস্ত্র ঝলঝলে ;
দূরহতে বোধহয়, যাইছে ভাসিয়া
জবা-কুসুমের মালা জাহ্নবীর জলে ;
রক্তবস্ত্রে, রণ-অস্ত্রে, রবির কিরণ
বিকাশিছে প্রতিবিম্ব, ধাঁধিয়া নয়ন।

৩

ব্রিটিসের রণবাদ্য বাজে ঝম্ ঝম্,
হইতেছে পদাতিক-পদ সঞ্চলন
তালে তালে, বাজে অস্ত্র ঝনন্ ঝনন্,
হেষিছে তুরঙ্গ রঙ্গে, গর্জ্জিছে বারণ।
থেকে থেকে বীরকণ্ঠ সৈনিকের স্বরে,
ঘুরিছে ফিরিছে সৈন্য, ভুজঙ্গ যেমতি
সাপুড়িয়া মন্ত্রবলে ;—কভু অস্ত্র করে,
কভু স্কন্ধে ; ধীরপদ ; কভু দ্রুতগতি।
'ড্রামের' ঝর্ঝর রব 'বিপুল' ঝঙ্কার
বিজ্ঞাপিছে ব্রিটিসের বীর অহঙ্কার।

৪

নীরবে—সৈন্যের স্রোত বহিছে নীরবে,—
অতিক্রমি ভাগীরথী ; বিরাজে বদনে

দ্বিতীয় সর্গ।

কাটোয়া—ব্রিটিস-শিবির।

১

দিবা অবসানপ্রায়, নিদাঘ-ভাস্কর
বরষি অনলরাশি, সহস্র কিরণ,
পাতিয়াছে বিশ্রামিতে ক্লান্ত কলেবর,
দূর তরুরাজি শিরে স্বর্ণ-সিংহাসন।
খচিত সুবর্ণ মেঘে সুনীল গগন
হাসিছে উপরে; নিচে নাচিছে রঙ্গিণী,
চুম্বি মৃদু কলকলে, মন্দ সমীরণ,—
তরল সুবর্ণময়ী গঙ্গা তরঙ্গিণী।
শোভিছে একটী রবি পশ্চিম গগনে,
ভাসিছে সহস্র রবি জাহ্নবী-জীবনে।

২

অদূরে কাটোয়া দুর্গে ব্রিটিস-কেতন,
উড়িছে গৌরবে উপহাসিয়া ভাস্করে।
উঠিতেছে ধূমপুঞ্জ আঁধারি গগন,
ভস্মিয়া যবন-বীর্য্য কাটোয়া-সমরে।

সশস্ত্র ব্রিটিস সৈন্য তরী আরোহিয়া
হইতেছে গঙ্গাপার, অস্ত্র ঝলঝলে ;
দূরহতে বোধহয়, যাইছে ভাসিয়া
জবা-কুসুমের মালা জাহ্নবীর জলে ;
রক্তবস্ত্রে, রণ-অস্ত্রে, রবির কিরণ
বিকাশিছে প্রতিবিম্ব, ধাঁধিয়া নয়ন।

৩

ব্রিটিসের রণবাদ্য বাজে ঝম্ ঝম্,
হইতেছে পদাতিক-পদ সঞ্চলন
তালে তালে, বাজে অস্ত্র ঝনন্ ঝনন্,
হেষিছে তুরঙ্গ রঙ্গে, গর্জ্জিছে বারণ।
থেকে থেকে বীরকণ্ঠ সৈনিকের স্বরে,
ঘুরিছে ফিরিছে সৈন্য, ভুজঙ্গ যেমতি
সাপুড়িয়া মন্ত্রবলে ;—কভু অস্ত্র করে,
কভু স্কন্ধে ; ধীরপদ ; কভু দ্রুতগতি।
'ড্রমের' ঝর্ঝর রব 'বিগ্‌ল' ঝঙ্কার
বিজ্ঞাপিছে ব্রিটিসের বীর অহঙ্কার।

৪

নীরবে—সৈন্যের স্রোত বহিছে নীরবে,—
অতিক্রমি ভাগীরথী ; বিরাজে বদনে

গম্ভীরতা প্রতিমূর্ত্তি। আসন্ন আহবে
বিমল চিন্তার স্রোত উচ্ছাসিছে মনে
হতভাগাদের আহা! প্রতিবিম্ব তার
ভাসিছে নয়নে, ওই ভাসিছে বদনে।
পারিতাম যদি আমি চিত্রিতে সবার
বদনমণ্ডল, তবে মানবের মনে
যত সুকুমার ভাব হয় উদ্দীপিত,
এই চিত্রে মূর্ত্তিমতী হতো বিরাজিত।

৫

কোন হতভাগা আহা! বসিয়া বিরলে,
প্রেমের প্রতিমা পত্নী স্মরিয়া অন্তরে,
নীরবে, ভাসিছে দুই নয়নের জলে;
ভাসে ভারাক্রান্তচিত্ত বিষাদ-সাগরে।
ভুলেছে সমরসজ্জা, না দেখে নয়নে
শিবির,—সৈনিক,—সেনা,—নদী ভাগীরথী;
রণবাদ্য ঘনরোল নাপশে শ্রবণে;
প্রেমমন্ত্র-মুগ্ধচিত, প্রেম-মুগ্ধমতি।
কেবল দেখিছে প্রিয়া-বদন-চন্দ্রিমা,
কেবল শুনিছে প্রেমভাষা-মধুরিমা।

৬

কোথায় বা বিদায়ের হৃদয়বেদনা,
স্মরিয়া মরমে আহা! চিত্রি স্মৃতিবলে,—
অশ্রুসিক্ত প্রণয়িনী বদনচন্দ্রমা,
বিকচ গোলাপ যথা শিশিরের জলে;
নেত্রনীলোৎপল হতে প্রেমে উচ্ছসিয়া,
ঝরেছিল যেইরূপে অশ্রুমুক্তাবলী;
(বিকচ পঙ্কজ যথা প্রভাতে ফুটিয়া
টলায় শিশিরবিন্দু সমীরণে টলি)
বেণীমুক্ত কেশরাশি; অলক্ত অধর
(সতত সরস,—পূর্ণ অমৃতশিকর)—

৭

কাঁদে কোন হতভাগা, ভাবি নিরন্তর
আর কি সে চারুমুখ দেখিবে নয়নে?
আবার কি প্রেমময়ী-কোমল-অধর
চুম্বিবে প্রণয়-উষ্ণ সুদীর্ঘ চুম্বনে?
আসন্ন সমরক্ষেত্রে, নশ্বর সমরে,
প্রহারিবে যবে অরি অসি উগ্রতর,
দেখিবে সে মুখচন্দ্র। মধ্যাহ্ন ভাস্করে
জিনি তোপ বিনিসৃত গোলা ভয়ঙ্কর

আসিবে হুঙ্কারি যবে, দেখিয়া তখন,
সেমুখ সজলশশী ত্যজিবে জীবন।

৮

আবার কোথায় কাঁদে বিকল অন্তরে
অভাগা জনক, স্মরি অপত্য-মমতা;
আর কি লইবে কোলে চুম্বিবে আদরে,
সুবর্ণকুসুম পুত্র, কন্যা স্বর্ণলতা?
কেহ বা ভাবিয়া বৃদ্ধ জনক জননী
কাঁদিছে নীরবে দুঃখে; আনায় মাঝারে
কুরঙ্গশাবক কাঁদে, নীরবে যেমনি,
ভাবি অবিলম্বে যাবে ব্যাধের আহারে।
এইরূপে মনোভাব কুসুম কোমল,
গঙ্গাতীরে, নীরে, ফুটে ঝরে অবিরল।

৯

শ্বেতদ্বীপসুত কেহ ভাবিয়া স্বদেশ—
বীরত্বের রঙ্গভূমি, ঐশ্বর্য্য-ভাণ্ডার,
স্বাধীনতা-চিরবাস, গৌরবে দিনেশ,
সভ্যতার, সুশিক্ষার, উন্নতি-আধার;
(হায় রে পূর্ব্বের রবি গিয়াছে পশ্চিমে!)—
অধীর স্মৃতির অস্ত্রে; ভাবে মনে মনে

দেখিবে সে জন্মভূমি আর কত দিনে ?
দেখিবে কি পুনঃ আহা ! এ মর জীবনে ?
শ্বেতাঙ্গ পুরুষ ভাবি শ্বেতাঙ্গিনী প্রিয়া,
অধীর বিচ্ছেদ-বাণে, ফাটে বীরহিয়া ।

১০

কেহ বা ভাবিছে এই আসন্ন সমরে
কীর্ত্তির কিরীট-রত্ন লভিবে অচিরে ;
কেহ ভাবে পদোন্নতি ; কেহ অর্থতরে,
আকাশ করিছে পূর্ণ সুবর্ণ মন্দিরে ।
কেহ বা কল্পনা-বলে বধিয়া নবাবে,
বিজয়-পতাকা তুলি পশি কোষাগারে,
লুটিতেছে ধনজাল ; কল্পনা-প্রভাবে
লুণ্ঠন করিয়া শেষ, ষোড়শোপচারে
পূজিতেছে প্রণয়িনী কোন বীরবর,
সুবর্ণে স্বজিয়া হর্ম্ম্য অতি মনোহর ।

১১

ধন্য, আশা কুহকিনী ! তোমার মায়ায়
মুগ্ধ মানবের মন, মুগ্ধ ত্রিভুবন !
দুর্ব্বল-মানব-মনোমন্দিরে তোমায়
যদি না স্বজিত বিধি ; হায় ! অনুক্ষণ

নাহি বিরাজিতে তুমি যদি সে মন্দিরে ;
শোক, দুঃখ, ভয়, ত্রাস নিরাশ-প্রণয়,
চিন্তার অচিন্ত্য অস্ত্র, নাশিত অচিরে
সে মনোমন্দির শোভা ; পলাত নিশ্চয়
অধিষ্ঠাত্রী জ্ঞান-দেবী ছাড়িয়া আবাস ;
উন্মাদ শার্দ্দূল তাহে করিত নিবাস।

১২

ধন্য, আশা কুহকিনী ! তোমার মায়ায়
অসার সংসারচক্র ঘোরে নিরবধি,—
দাড়াইত স্থিরভাবে, চলিত না হায় !
মন্ত্রবলে তুমি চক্র না ঘুরাতে যদি !
ভবিষ্যত-অন্ধ মূঢ় মানব সকল
ঘুরিতেছে কর্ম্মক্ষেত্রে বর্ত্তুল আকার,—
তব ইন্দ্রজালে মুগ্ধ—পেয়ে তব বল
যুঝিছে জীবন-যুদ্ধ হায় অনিবার ;
নাচায় পুতুল যথা, দক্ষ বাজিকরে,
নাচাও তেমতি তুমি অর্ব্বাচীন নরে।

১৩

ওই যে কাঙ্গাল বসি রাজপথ ধারে,
দীনতার প্রতিমূর্ত্তি !—কঙ্কাল-শরীর ;

জীর্ণ পরিধেয়-বস্ত্র, দুর্গন্ধ আধার ;
দুনয়নে অভাগার বহিতেছে নীর ;
ভিক্ষা করি দ্বারে দ্বারে এ তিন প্রহর
পাইয়াছে যাহা, তাহে জঠর-অনল
নাহি হবে নির্ব্বাপণ ; রুগ্ন কলেবর ;
না চলে চরণ, চক্ষে ঘোরে ধরাতল ;
কি মন্ত্র কহিলে তুমি অভাগার কাণে,
চলিল অভাগা পুনঃ ভিক্ষার সন্ধানে।

১৪

ধর্ম্মাধিকরণে বসি নিম্ন কর্ম্মচারী,—
উদরে জঠর-জ্বালা, গুরু কার্য্যভারে
অবনত মুখ,—ওই হংসপুচ্ছধারী
বীরবর,——যুঝিতেছে অনন্ত প্রহারে
মসীপাত্র সহ, ম্লেচ্ছ-পদাঘাত ভয়ে ;
যথা শালবৃক্ষ করে, গিরি-শিরোপরে,
যুঝিল ত্রেতায় বীর অঞ্জনাতনয়,
নীল সিন্ধু সহ, ডরি সুগ্রীব বানরে ;
ঘর্ম্ম সহ অশ্রুবিন্দু বহে দর দর,
ভাবিতেছে এই পদ ত্যজিবে সত্বরে।

১৫

না জানি কি ভবিষ্যত, আশা মায়াবিনি !
চিত্রিলে নয়নে তার ; মুছি ঘর্ম্মজল,
মুছি অশ্রুজল, পুনঃ লইয়া লেখনী,
আরম্ভিল মসীযুদ্ধ হইয়া সবল।
নবীন প্রেমিক ওই বসিয়া বিরলে,
না পেয়ে প্রিয়ার পত্রে তব দরশন,
নিরাশ প্রণয়ে ভাসে নয়নের জলে,
ভঙ্গ প্রায় অভাগার প্রণয়-স্বপন ;—
শুনিয়া তোমার মৃদু সুমধুর ভাষা,
বলিল নিশ্বাস ছাড়ি—'না ছাড়িব আশা।'

১৬

যথা যবে বহে বেগে ভীম প্রভঞ্জন,
সামান্য সরসীনীর হয় হিল্লোলিত ;
আসন্ন আহবে ক্ষুদ্র পদাতিক মন
করেছে তেমতি হায় আজি উল্লাসিত।
কিম্বা সৌরকর যথা মুকুটরতন
রচি ইন্দ্রচাপে, রঞ্জে নীল কাদম্বিনী ;
তেমতি সৈন্যের ম্লান বিষাদিত মন
ছলে দুরাকাঙ্খা চিত্রে, আশা মায়াবিনী।

হয় যদি ইহাদের দুরাশা পূরণ,
কত পর্ণগৃহ হবে রাজার ভবন।

১৭

অথবা সুদূরে কেন করি অন্বেষণ,
দুরাশার মন্ত্রে মুগ্ধ আমি মূঢ়মতি ;
নতুবা যে পথে কোন কবি বিচরণ
করেনি, সে পথে কেন হবে মম গতি ?
বঙ্গ-ইতিহাস, হায়, মণিপূর্ণ খনি।
কবির কল্পনালোকে কিন্তু আলোকিত
নহে যা, কেমনে আমি বল, কুহকিনি !
মম ক্ষুদ্র কল্পনায় করি প্রকাশিত ?
না আলোকে যদি শশী তিমিরা রজনী,
নক্ষত্রের নহে সাধ্য উজ্বলে ধরণী।

১৮

কোন পুণ্যবলে সেই খনির ভিতরে
প্রবেশি, গাথিয়া মালা অবিদ্ধ রতনে,
দোলাইব মাতৃভাষা কম কলেবরে,—
সুকবি সুকরে গাঁথা মহাকাব্য ধনে
সজ্জিত যে বরবপুঃ ? কিম্বা অসম্ভব
নহে কিছু হে দুরাশে ! তোমার মায়ায় ;

কত ক্ষুদ্র নর ধরি পদছায়া তব
লভিয়াছে অমরতা এ মর ধরায় ;
অতএব দয়া করি কহ, দয়াবতি !
কি চিত্রে রঞ্জিছ আজি শ্বেত সেনাপতি ?

১৯

শিবির অনতিদূরে, বসি তরুতলে
নীরবে ক্লাইব, মগ্ন গভীর চিন্তায় ,
গম্ভীর মুখশ্রী, কিন্তু বদনমণ্ডলে
নাহি স্বরূপের চিহ্ন ; মনোহারিতায়
নাহি রঞ্জে শ্বেত কান্তি ; অথচ যুবার
সর্ব্বাঙ্গ সৌষ্ঠবময় ; প্রশস্ত ললাট
বীরত্বের রঙ্গভূমি, জ্ঞানের আধার ;
বক্ষঃস্থল যেন যমপুরীর কপাট,—
প্রশস্ত সুদৃঢ় ; বহে তাহার ভিতর
দুরাকাঙ্ক্ষা, দুঃসাহস, স্রোত ভয়ঙ্কর।

২০

যুগল নয়ন জিনি উজ্জ্বল হীরক
আভাময় ; অন্তর্ভেদি তীব্র দৃষ্টি তার,
স্থির, অপলক, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা-ব্যঞ্জক।
যে অসম সাহসাগ্নি হৃদয়ে তাঁহার

জ্বলে, যথা অগ্নিগিরি অন্তঃস্থ অনল;
প্রদীপ্ত নয়নে সদা প্রতিভা তাহার——
ভুবনবিজয়ী জ্যোতিঃ,—বরষি গরল
শত্রুর হৃদয়ে; কিন্তু কখন আবার,
সে নেত্রনীলিমা নীল নরকাগ্নি মত,
দেখায় চিত্তের সুপ্ত দুষ্প্রবৃত্তি যত।

২১

নীরবে, নির্জ্জনে, বীর বসি তরুতলে;
অর্থহীন ঊর্দ্ধদৃষ্টি; বোধ হয় মনে
ভেদিয়া গগণ দৃষ্টি কল্পনার বলে,
ভবিতব্যতার ঘোর তিমির ভবনে
প্রবেশিয়া, চেষ্টিতেছে দূর ভবিষ্যত
নিরখিতে; নিরখিতে,——যেই দুরাচার
দুরন্ত যুবক ছিল দুষ্পবৃত্তি-রত,
(পাড়াপ্রতিবাসীত্রাস!) পিতা মাতা যার
পাঠাল ভারতবর্ষে সৌভাগ্যের তরে,
অথবা মরিতে দূরে মান্দ্রাজের জ্বরে;—

২২

নিরখিতে অদৃষ্টে সে অভাগা যুবার
আর কি লিখেছে বিধি; করিবে দর্শন